আমাদের সময়

তারিখ .. 28 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ..১২... কলাম ...৩.....

অবৈধ ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের সনদ বৈধ বলে গণ্য হবে না

এম এইচ রবিন ●

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগই মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত না করেই কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কিন্তু এমন নেতিবাচক অবস্থার মধ্যেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জোয়ার চলছে। এদিকে সরকারের পক্ষে বলা হচ্ছে, রাজধানীসহ বিভাগীয় শহরের অলিগলিতে 'আউটার' নামে গজিয়ে ওঠা অবৈধ ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীর দায়ভার নেবে না সরকার। কারণ তাদের সনদ বৈধ বলে গণ্য হবে না।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা, মালিকানা দ্বন্দ্ব থেকে শুরু করে নামমাত্র শিক্ষাদান, কোচিং স্টাইলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা, ভাড়া করা শিক্ষক দিয়ে ক্যাম্পাস পরিচালনা, সনদ বিক্রি, ক্যাম্পাস ও শাখা বিক্রি, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের যৌন হয়রানি থেকে শুরু করে নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের অভিযোগে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস বা আউটার ক্যাম্পাস বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। এসব সমস্যাকবলিত ক্যাম্পাসের তালিকা প্রকাশ করে ইউজিসি গত বছর ৮ সেপ্টেম্বর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। এতে এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে তথ্য যাচাই-বাছাই করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। তবে এ বছর এ সংক্রান্ত কোনো বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেনি ইউজিসি।

এ বিষয়ে গতকাল বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান আমাদের সময়কে জানান, যেহেতু সরকার অবৈধ ক্যাম্পাসের ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছে, তাই কোনো শিক্ষার্থী এসব ক্যাম্পাসে ভর্তি হলে তাদের দায়ভার সরকার নেবে না। এমন হলে ধরে নেওয়া হবে যে, এসব শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যই হলো সনদ কেনা। এসব অবৈধ ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের সনদ বৈধ বলে গণ্য হবে না। ভর্তি হওয়ার আগে শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে জেনেশুনে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি। আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে চলা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে চেয়ারম্যান জানান, সরকার মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির চেষ্টা চালাচ্ছে। তালিকা প্রকাশের বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

জানা গেছে, এলাকা বা অঞ্চলভিত্তিক শিক্ষার্থী ভর্তি নেওয়ার জন্যই এসব অবৈধ আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা করা হয়। এমনকি নির্দিষ্ট কোনো জেলাকে টার্গেট করেও ওই জেলায় আউটার ক্যাম্পাস খোলা হচ্ছে। বিভাগীয় শহরের শিক্ষার্থীদের

এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৪

অবৈধ ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের সনদ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) টার্গেট করেও পরিচালিত হচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে সনদবাণিজ্যের ব্যবসা।

ইউজিসির সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যমান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি সরকারি অনুমোদন ছাড়াই চালাচ্ছে ক্যাম্পাস। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ অনুযায়ী কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই একাধিক ক্যাম্পাস রাখতে পারবে না। অর্থাৎ ক্যাম্পাস থাকবে একটি। কিন্তু এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় একাধিক ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে। যার নাম দেওয়া হচ্ছে আউটার ক্যাম্পাস বা শাখা ক্যাম্পাস। এর মধ্যে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংকুলান না হওয়ায় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইচ্ছামতো টিউশন ফি নির্ধারণ করা হয়। তাছাড়া অধিকাংশেরই নেই গবেষণার সুযোগসহ শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার গুণগত মান যাচাই করে অতি দ্রুত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর রেটিং করা এবং সে অনুযায়ী টিউশন ফি নির্ধারণের পরামর্শ দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. আবুল এহসান। তিনি বলেন, উচ্চশিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে ইউজিসির শর্ত পূরণ করতে হবে এটাই বিধান। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন রয়েছে। তাই যারা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চান তাদের উচিত, ব্যবসায়িক মনোভাব পরিহার করে সেবার উদ্দেশ্য পোষণ করা।